

কলকাতা সিভিল রিভিশনাল জুরিসডিকশনে উচ্চ আদালতেআপিল পক্ষবর্তমান:-মাননীয় বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীসি.ও. ২০২৩ সালের ১৭১৭

শ্রী আনন্দ মোহন রায়

বনাম

কাঞ্চনা মুখোপাধ্যায়

আবেদনকারীদের জন্যঃ

মিঃ শিবাসিস ঘোষ

মিঃ বিশ্বব্রত বসো মল্লিক

মিঃ দ্বারিক নাথ মুখোপাধ্যায়

মিঃ দেব কুমার দেশী

বিরোধী দলের পক্ষেঃ

মিঃ চয়ন গুপ্ত

মিঃ সপ্তর্ষি মাল

মিঃ কৌশিক দে

সুশ্রী মোহিনী মজুমদার

লাস্ট হেড অনঃ

১৮.১২.২০২৩

বিতরণঃ

২১.১২.২০২৩

### বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী:

এই আদালতের সামনে আবেদনকারী একটি অর্থ মামলার একজন বিবাদী এবং ২৮.০৪.২০২৩ তারিখের বিজ্ঞ বিচারক বেঞ্চ - V সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতার ২০১২ সালের টাকার মামলা নং ৭২৩-এর ১০ ধারার অধীনে একটি আবেদন খারিজ করে দেওয়া আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ দেওয়ানি কার্যবিধি। নীচের বিজ্ঞ আদালতে আবেদনকারীর মামলাটি এভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: -

১. বিপরীত পক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৯,৪৬,০০০/- টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে যাতে আদায় না হওয়া পর্যন্ত @ ১৫% বার্ষিক এবং সুদের জন্য @ ১৫% বার্ষিক উল্লিখিত মামলার প্রতিষ্ঠানের তারিখ থেকে পাস হওয়া পর্যন্ত ডিক্রি, আদায় না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত তারিখে সুদ বহন করার আদেশ, প্রাপ্ত টাকা সহ মামলার খরচ।

২. আবেদনকারী লিখিত ফাইল করে যথাযথভাবে মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিবৃতি।

৩. পিটিশনকারী দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১৫১ সহ পঠিত ধারা ১০ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছেন যে এই ভিত্তিতে মামলাটি স্থগিত করার জন্য প্রার্থনা করেছেন যে বাদী এবং মামলার সাথে জড়িতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অভিযোগের মামলার সাথে জড়িত সমস্যাগুলি সরাসরি এবং যথেষ্ট একই।

৪. বিপরীত পক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করে দেওয়ানি কার্যবিধির ১০ ধারার অধীনে আবেদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

৫. ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের আদেশের তারিখের দ্বারা বিজ্ঞ বিচার আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১০-এর অধীনে ৫০০০/- খরচ সহ আবেদনটি প্রত্যখ্যান করে খুশি হয়েছিল।

আদালতের সংক্ষুব্ধ আদেশে আবেদনকারী তাৎক্ষণিক আবেদন নিয়ে এসেছে।

এটি আবেদনকারীর দাবি যে বিজ্ঞ বিচারক আইন দ্বারা অর্পিত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটি আরও যুক্তিযুক্ত যে, বিজ্ঞ বিচারক অভিযোগের মামলায় এবং উল্লিখিত মামলায় জড়িত বিষয়গুলি সরাসরি এবং উল্লেখযোগ্যভাবে একই এবং অভিন্ন তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটাও দাবি করা হয় যে, বিজ্ঞ বিচারক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে উল্লিখিত আবেদনটি প্রত্যখ্যান করা বিচারিক কার্যক্রমের বহুগুণ বৃদ্ধির সমতুল্য।

শুনানি আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বিপরীত পক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী। পিটিশন দাখিল করা এবং রেকর্ডে উপকরণ।

বিপরীত পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে নীচের বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোন ত্রুটি নেই। বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্নলিখিত বিচারিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে: -

**বিষ্ণু দত্ত শর্মা বনাম দয়া সাপ্রা (এসএমটি) রিপোর্ট করেছেন (২০০৯) ১৩ এস সি সি ৭২৯-এ।**

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে মামলায় জড়িত সমস্যা এবং ১৩৮ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অভিযোগের সাথে জড়িত উভয়ই একই, তাই মামলাটি স্থগিত করা উচিত। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দেন যে তার মক্কেল চেপ্টা করেছেন বিষয়টি মিমাংসা করতে চাইলেও বিপরীত পক্ষ তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে তার মক্কেল এখনও প্রস্তুত এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ইচ্ছুক।

২৮.০৪.২০২৩ তারিখের বিজ্ঞ বিচার আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশের বৈধতা বিবেচনা করার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১০-এ থাকা বিধান এবং বিচারিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা বিবেচনা করা প্রয়োজন:

দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারা নিম্নরূপ প্রদান করে:

ধারা ১০ মামলার স্থগিতাদেশ- কোনো আদালত এমন কোনো মামলার বিচারের সাথে অগ্রসর হবে না যেখানে ইস্যু করা বিষয়টি একই পক্ষের মধ্যে বা যে পক্ষের অধীনে তারা বা তাদের কেউ দাবি করে তাদের মধ্যে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মামলায় সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু হয় একই শিরোনামে মামলা করা যেখানে ভারতের একই বা অন্য কোনো আদালতে দাবীকৃত ত্রাণ প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে, বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা অব্যাহত ভারতের সীমার বাইরের কোনো আদালতে এবং এখতিয়ারের মতো বা আগে সর্বোচ্চ আদালত।

ব্যাখ্যা .--- বিদেশী আদালতে মামলার বিচারাধীন থাকা ভারতের আদালতগুলিকে একই কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মামলার বিচার করতে বাধা দেয় না।

এইভাবে পড়ার উপর ধারা ১০ এ থাকা বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির এটি প্রদর্শিত হবে যে উল্লিখিত বিভাগটি পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত যখন বিষয়টি সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যুতে রয়েছে একই পক্ষের মধ্যে পূর্বে স্থাপিত মামলার মূলতুবি থাকা নির্বিশেষে একটি মামলা দায়ের করা হয় তখন অনুসরণ করা হবো তাই বিধানটিতে নামকরণ মামলা রয়েছে এবং দেওয়ানি বা ফৌজদারি যাই হোক না কেন অন্যান্য কার্যক্রম নয়। এটি আরও সরবরাহ করে যে আদালত যেখানে পূর্ববর্তী মামলাটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার মঞ্জুর করার এখতিয়ার থাকতে হবে ত্রাণ দাবি করেছে।

জিএসআরটিসি বনাম বিমলাবেনের ক্ষেত্রে এআইআর ১৯৯৫ গুজরাট রিপোর্ট করা হয়েছে। ২২০ মাননীয় আদালত বলেছে যে ধারা ১০ দেওয়ানী আদালতে স্থাপিত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং বিশেষ আইনের অধীনে স্থাপিত অন্যান্য প্রকৃতির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার কানহাইয়ালাল বনাম দ্রৌপদীর মামলায় এআইআর ১৯৯২ এমপি ৮৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে মাননীয় আদালত আগের মামলায় সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী মামলার স্থগিতাদেশ দিয়েছে একটি নিছক পদ্ধতির নিয়ম। এটি কাউকে কোন আইনি অধিকার দেয় না।

বিষ্ণু দত্ত শর্মা (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"৮. এতে কোন সন্দেহ বা বিরোধ থাকতে পারে না যে একজন পাওনাদার একই সাথে দেওয়ানী এবং ফৌজদারি কার্যধারা বজায় রাখতে পারে। উভয় প্রক্রিয়া, এইভাবে, সমান্তরাল চলতে পারে। দেওয়ানী মামলায় ডিক্রি পাওয়ার জন্য এবং ফৌজদারি কার্যধারায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় পাওয়ার জন্য যে সত্যটি প্রমাণ করতে হবে তা অধিক্রম হতে পারে তবে

একটি ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে প্রমাণের মান একটি দেওয়ানী মামলার বিপরীতে, সন্দেহাতীতভাবে ভিন্ন। যেখানে একটি ফৌজদারি মামলায় প্রসিকিউশন কোন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে অপরাধের কমিশন প্রমাণ করতে বাধ্য, একটি দেওয়ানী মামলায় "সম্ভাব্যতার প্রাধান্য" একটি ডিক্রি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য পূরণ করবে।"

এআইআর ২০০৮ এসসি ১৮৮৪-এ পি. স্বরূপা রানী বনাম এম. হরি নারায়ণ রিপোর্টের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

" ১১. তবে এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যধারা এবং ফৌজদারী কার্যধারা একই সাথে চলতে পারে। দেওয়ানী কার্যধারা বা ফৌজদারি কার্যধারা স্থগিত থাকবে কিনা তা প্রতিটি মামলার সত্যতা এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।"

এইভাবে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১০-এ থাকা বিধানগুলি এবং প্রাসঙ্গিক বিচারিক সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পরে এটি স্পষ্ট যে দেওয়ানী এবং ফৌজদারি উভয় প্রক্রিয়াই একই সাথে চলতে পারে। যদিও আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে মামলা স্থগিত করার জন্য আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু ধারার অধীনে অভিযোগ মূলতুবি থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী/বিবাদী অর্থ মামলার ধারাবাহিকতা দেখাতে সক্ষম হননি। ১৩৮ ফৌজদারি কার্যবিধির হল আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার, বিবাদী/আবেদনকারী কেউই দেখাতে পারেনি যে বাদী অভিযোগের ক্ষেত্রে ত্রাণ পেয়েছেন বা উল্লিখিত মামলায় নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলছে। তাই বিজ্ঞ আইনজীবীদের শুনানি এবং মামলার সত্যতা বিবেচনা করে এই আদালত মনে করে যে আদেশে কোন ত্রুটি নেই ২৮.০৪.২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক বেঞ্চ- V সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা ২০১২ সালের মানি স্যুট নং ৭২৩-এ পাস করেছে। এইভাবে এই আবেদনটি খারিজ করা উচিত।

তাই এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন খারিজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৮.০৪.২০২৩ তারিখের আদেশ বিজ্ঞ বিচারক বেঞ্চ - V সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা ২০১২ সালের মানি মামলা নং ৭২৩-এ ধার্যকৃত খরচ ব্যতীত গৃহীত হয়েছে।

ন্যায়বিচারের স্বার্থে টাকা প্রদান করা হয়। ৫০০০/- এতদ্বারা আলাদা করা হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই আদালত মামলার মেরিটে যায় নি এবং সমস্ত পয়েন্ট খোলা রেখে দেওয়া হয়েছে। এটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে ঘটনা পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ইচ্ছুক হলে আইন অনুসারে, নীচের শিক্ষিত আদালতে প্রয়োজনীয় পিটিশন দায়ের করা যেতে পারে।

[বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী]

### **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।